মনের জলছবি

সুচন্দ্রিতা ঘোষাল চক্রবর্তী

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শ্রাবণ শোভা	৩
আমার দুর্গা	৪
লাল পাহাড়ের দেশে যা	৬
শিশু শিক্ষা	৭
চোখের জলে কত স্মৃতি আঁকা	৮
রক্তচোষা মশা	৯
শীতল বাতাস	১০
গনৎকার	১১
অসহায় মায়ের কাহিনী	১২
যুগের হাওয়া	১৩
ছৌ এর সাথে	১৪
প্রাণহীন দেউল	১৫
মনের মানুষ খোঁজা	১৬
নিজেকেই পড়ি	১৭
আমার গাঁ	১৮
প্রিয় বন্ধু	১৯
কালো প্রথা	২০
বৈচিত্র্যময় বঙ্গ	২১
মনের দহন	২২
রুগ্ন যাত্রাশিল্প	২৩

BANGLADARSHAN.COM

শ্রাবণ শোভা

বর্ষায় আজ অনেকদিন বাড়িতে বন্দী,
তাই চোখ মেলে বাইরে দেখিনি।
বেশ কিছুদিন হলো।

দ্বার খুলে কোন এক কারণে,
যখন এসেছি এই গাঁয়ের পথে,
কালো দীঘির ধারে।

আহা কী শোভা! প্রকৃতির হে,
সবুজ ঘাসে পৃথিবী ভরে আছে।
দারুণ সুন্দর ফরাসপাতা!!

প্রতিটি গাছের ও পাতায় পাতায়,
যেন গাঢ় সবুজ রং ঢালা!
কী সুন্দর রূপ।

BANGLADARSHAN.COM

পাখিরা সদ্য স্নান করে ফিরছে,
গায়ে রং বেরং কত আঁকা!!
আহা কী লাবণ্য।

দীঘিতে জল কানায় কানায় ভর্তি,
তার মধ্যে মাছরাঙা ডুব দিচ্ছে।
কী প্রতিভা তার।

কাজল নয়না মেয়ে দূরে দাড়িয়ে,
দেখছ শোভা তার আঁখি দিয়ে!
পৃথিবী সত্যই বৈচিত্র্যময়।

আমার দুর্গা

আমার দুর্গা সকাল হতে,
হাতে থাকে আনাজের থলে।
তাইতো দুর্গার জীবন চলে,
কষ্ট আর নিত্য ডামাডোলে।

একচিলতে ঘরেতে বসবাস বেশ,
টানাটানি বালিশ-খাবারে, হয় শেষ॥
মাথাগোঁজার আস্তানাও বড় নড়বড়ে,
চাল ফুটো, জল পড়ে চড়বড়ে।

যখন বছর সাতেক, হয়েছিল শুরু লড়াই,
তাইতো বুক ফুলিয়ে, করছে আজ বড়াই।
যখন বয়স ছিল তার বছর সাত,
হারিয়ে ছিল বাবার, বাড়ানো দু-হাত।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ করে দূর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল যেই,
সেদিন থেকেই দুর্গা নেমেছিল, অন্নসংস্থানের পথেই।
রোদ জল গায়ে মেখে, হয়েছে সে পনেরো,
হিসাবের খাতায় আমার দুর্গা, এককাঠি এগোনো।

অঙ্ক না জানলেও মুখে মুখে হিসেব করা,
কে বলবে দুর্গা জানেনা, পাঠশালার অঙ্ক কষা।
ছোট্ট মেয়ে উদলা গায়ে, ঘুরত ফিরত যে,
সবজি বেচে এখন, প্রাণবন্ত হয়েছে সে।

সবজি বেচে পয়সা, নিত্য সে জোগায়,
অভাবী সংসারের হাল, তাই একটু বজায়।
আধুনিকা মেয়েদের এখন, হাতে বড় ফোন,
রোজগেরে দুর্গার তাতে আফশোষ নেই কোনো।

ধূলো মাখা পয়সায় সংসার টানা দায়,
মাঝে মাঝে ভাবে যেন, প্রাণ যায় যায়।
জীবনের ময়দানের লড়াই, কত দুর্গাই লড়ছে,
মাটিতে গড়া দুর্গার থেকে, জ্যান্ত দুর্গারা শুধুই জ্বলছে।

BANGLADARSHAN.COM

লাল পাহাড়ের দেশে যা

লাল পাহাড়ের দেশে যা,
প্রকৃতির শোভা গায়ে লাগা।
মনমাঝে আনন্দ আন যে।

আকাশ কুসুম ভেবে মরিস,
পলাশের অসীম রূপ খুঁজিস।
আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিস রে।

ধিতাং ধিতাং তালের সাথে,
ধামসা মাদোল ভালোই বাজে।
নরনারী নৃত্য করে যে।

মাথায় পাতার বোঝা নিয়ে,
যাচ্ছে নারী পাহাড় ডিঙিয়ে।
কষ্টে কাটে দিনলিপি রে।

BANGLADARSHAN.COM

শিশু শিক্ষা

শিশুর পিঠে বইয়ের বোঝা,
বহন করা নয়তো সোজা।

বিদ্যে গড়ার নতুন পথে,
হয়না বিকাশ কোনো মতে।

সকাল থেকে পড়তে পড়তে,
নেই ফুরসত একটু খেলতে।

মনের বিকাশ কেমনে হবে!
শরীর শক্ত কিভাবে গড়বে!!

বুদ্ধির বিকাশ করতে গেলে,
পড়বে বসে, খেলবে হেসে।

BANGLADARSHAN.COM

পড়ার বোঝা কমাও তাই,
শিশুমনকে এবার দাও রেহাই।

চোখের জলে কত স্মৃতি আঁকা

চোখের জলে কত স্মৃতি আঁকা,
তাই ঝকঝকে মনের খাতা।

হৃদয়ের গোপন কথা ফ্রেমে বাঁধা,
এখন হয়তো হয়েছে সাদা।

দুঃখ, ভালোবাসা আর আনন্দের স্মৃতি,
সাক্ষী হয়ে, ঝরছে অশ্রুগীতি।

জীবনের ঝরাপাতায় মনের জমানো ব্যথা,
গোপনে ছিল কত কথা।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে লোচন করে দৃকপাত,
অশান্ত মন হয়েছে চিতপাত।

আজ ও বিপদের সম্ভাবনায় অবিরাম,
দেয় সাড়া অশ্রুপলক সবিরাম।

BANGLADARSHAN.COM

রক্তচোষা মশা

মশা তুমি খালি করছো বিপদ খাসা,
আজব জায়গায় বানাও ভাসমান দারুণ বাসা।

পরিস্কার, বদ্ধ জলে মশারা পাড়ে ডিম,
স্রোতের জল দেখলে হয় হাড় হিম।

বিশ্রামে, ঘুমের মাঝে কামড়ে ধরো মন্দভাবে,
রক্তচোষা পতঙ্গ তাই দেখাচ্ছ খেলা অসীমভাবে।

মশা তোমার গলায় ঘ্যানঘ্যানানি বেসুরো গান,
বেজায় বাজে কানে লাগে, বিষাদে প্রাণ।

চোষকটাতো লকলকিয়ে রক্ত খায় প্রাণ লুটিয়ে,
তোমায় মারলে চাঁটি পরাণ যায় জুড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আজব আজব রোগটি দিয়ে হাঁকছ ভারী,
ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, গোদে মশা দিচ্ছে মহামারী।

শীতল বাতাস

খোলা জানালা স্নিগ্ধ বাতাস,
মেঘমুক্ত দিন উজ্জ্বল আকাশ।
চারদেওয়ালে বদ্ধ জীবনযাপন যখন,
একঘেয়েমি আর একাকীত্বের মতন।
ফুরফুরে বাতাস করছে যতন,
বিষাদের মনে, অমূল্য রতন।
প্রকৃতির ওই মধুর আবেশ,
প্রাণে জেগেছে নতুন ভাবাবেগ।
শীতল হাওয়ায় মন দিশেহারা,
আনন্দে ডগমগ্, হয়েছি আত্মহারা।
কোথা থেকে পুলক ছড়ালো,
ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়ালো।

BANGLADARSHAN.COM

গনৎকার

ওরে ও দাদা গনৎকার,
জাদু দেখাচ্ছ কী চমৎকার।

ভুরি ভুরি সব মিথ্যেবোঝা,
সাজিয়ে গুছিয়ে করছ সোজা।

ভন্ডামি দিয়ে আঁকড়ে ফেলে,
বাড়াচ্ছ কড়ি, উঠছো ফেঁপে।

গণ্ড আষ্টেক রত্ন দিয়ে,
কাটবে ফাঁড়া? সুখবর নিয়ে!

তোমার কথা বিশ্বাস করে,
মানুষ সব ফাঁপড়ে পরে।

BANGLADARSHAN.COM

যতই কর এসব নাটক,
তুমি শুধুই ভন্ড পাঠক।

অসহায় মায়ের কাহিনী

পেটের দায়ে আনাজ বেচে আজও কত বুড়ীমা,
উদলা গায়ে ধূলোমেখে বেচাকেনা করে পথের কিনারায়।

সূর্যের আভা গায়ে মেখে নিত্য ছোটে হাটে,
আকাশ কুসুম কল্পনা ভেসে যায় বাস্তবের মাঠেঘাটে।

যতই থাক বৃদ্ধভাতা, রেশনের সস্তা চাল, আটা,
তবুও পাল্টাবে কি করে? বুড়ীমাদের জীবনের খাতা।

দেশের যতই উন্নতি হোক, সমাজস্তর থাকবে এমন,
রাজা আসে, রাজা যায়, হবেনা ফারাক একদম।

তবুও বাঁচার আশায় নিত্য চলে বোঝাপড়া,
আলো অন্ধকারে মিশে সব হয়ে যায় দিশাহারা।

BANGLADARSHAN.COM

যুগের হাওয়া

অফিস ছুটির পরে,
মনটা উড়ু উড়ু করে।
পার্ক, শপিংমলে তাই,
আনাচে কানাচে ঘোরা চাই।
চলতি ফ্যাশানে সাথে,
তাই পাল্লা দিয়ে হাঁটে।
রঙিন স্বপ্নে বিলীন,
মনে শুধু কল্পনা অন্তহীন।
স্বামী থাকে পিছনে,
বন্ধুর সাথে চলে যতনে।
নতুন ভালোবাসার খোঁজে,
বিবেকহীন হয়ে স্বপ্নে মজে।

BANGLADARSHAN.COM

ছৌ এর সাথে

শরৎকালের ঝলমলে নীল আকাশে,
কাশফুল দারুণ নাচে বাতাসে।

মায়ের শুভ আগমনী বার্তায়,
ছৌ মহিষাসুরমর্দিনী পালা দর্শায়।

বাঁশি, ঢোল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে,
ছৌ চলে নিজ মন্ত্রে।

গণেশ আর কার্তিকের সাথে,
মায়ের শক্তি অটুট থাকে।

ত্রিশূলের ফলার নিপুণ ঘাতে,
মহিষাসুরের বক্ষ শুধুই ফাটে।

BANGLADARSHAN.COM

লালমাটির সুন্দর ভাব কৃষ্টি,
ভুবন হয়েছে রঙেরসে সৃষ্টি।

প্রাণহীন দেউল

কত স্মৃতি রয়েছে ভরে,
দেব হীন ভগ্ন দেউলে।

ধূপ ধুনো পুজোর আনন্দে,
বিগ্রহ থাকতো শুধুই পরমানন্দে।

ঢাকঢোল, ঘণ্টা, কাঁসরের সমারোহ,
ভক্তিভরে পুজো হতো অহরহ।

শত শত ভক্তের আগমনে,
দেউল থাকতো ঝকঝকে গমগমে।

অতীতের কথা গেছে হারিয়ে,
জৌলুসহীন দেউল রয়েছে দাঁড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

পলেস্তারাহীন হয়ে শুধু দন্ডায়মান,
গাছগাছালি আর বন্যজন্তু বিদ্যমান।

মনের মানুষ খোঁজা

কত ছবি এঁকেছি,
মনে মনে ডেকেছি।

মনের তালে চলেছি,
তোমার কথাই ভেবেছি।

কবির গানে খুঁজেছি,
তোমাকে ভাবনায় পেয়েছি।

সপনে রোজই দেখেছি,
মাতাল প্রেমে মজেছি।
দিশেহারা হয়ে ঘুরেছি,
তবুও তোমায় খুঁজেছি।

BANGLADARSHAN.COM

নিজেকেই পড়ি

নিজের ভালো নিজেই করি,
মনে মনে বোলে।
হাজার কাজের মাঝে চলি,
সময় জ্ঞান কোরে।

ভুবন মাঝের নিত্য পাঠে,
শিখি নতুন কতো।
ভালোবেসে শিখবো সাথে,
ভয় পাবো না আর তো।

দিনের শেষে ভাববো হেসে,
করেছি কি মন্দ।
যুগের তালে চলবো মেপে,
আর রবো না অন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

আমার গাঁ

আমাদের ছোটো চেনা গাঁ রায়পুর বটে,
সরু মেঠো রাস্তায় গরুর গাড়ি ছোটে।

সকাল হলে ঘুম ভাঙে মোরগের ডাকে,
প্রাতঃ ভ্রমণে রাস্তায় কত লোক হাঁটে।

তালের সারিরা রয় পথের দু-ধারে দাঁড়ায়ে,
বাবুইয়ের বাসা দেখে মন যায় জুড়ায়ে।

গ্রামের ব্যস্ত বধূ ঢেঁকিতে চাল গুঁড়োয়,
তরুণী বধূ আলতা পড়ে মাটির দাওয়ায়।

কলসি কাঁখে রমণী চলে জল আনতে,
কুলো নিয়ে ব্যস্ত নারী গম ঝাড়াতে।

BANGLADARSHAN.COM

মেঠোপথে খড়ের গাড়ি করে আনাগোনা,
বড় ঝিলে লোকেদের যায় নাতো গোনা।

প্রিয় বন্ধু

হাতে হাত রেখে চলব,
ভালোবেসে অনেক কিছু করব।

ভাবনা তাই নিয়ে থাকব,
সঠিক চিন্তা নিয়ে এগোব।

অজেয়কে জয় আমরা করব,
সন্দেহের চোরাবালিতে না ডুবব।

পাহাড়ের শীর্ষে মোরা উঠব,
জয় পতাকা সেখানে তুলব।

গগনচুম্বী আকাঙ্ক্ষায় আমরা বাঁচব,
নব নব ইতিহাস গড়ব।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুত্বের অটুট বন্ধনে থাকব,
সম্প্রীতির ডোরে সবাইকে ভাসাব।

কালো প্রথা

পণ এক কালো প্রথা,
জ্বলছে মানবতা, দিচ্ছে ব্যথা।

পুরাকালে প্রথা ছিল অন্য,
নারী পেত অর্থ, গণ্য।

দৃশ্যপট সব একই আছে,
প্রেক্ষাপট খালি বদলে গেছে।

পণে চাই খাট, আলমারি,
থাকবে সাথে গয়না, গাড়ি।

পণ না দিলে হাতে,
পুড়বে কপাল, জ্বলবে সাথে।

BANGLADARSHAN.COM

বেঘোরে যাচ্ছে কতো প্রাণ!
পণের দাবিতে দিচ্ছে দান।

নারীকে যখন করছো অবহেলা,
মিথ্যে সুখে, ভাসবে ভেলা।

নারীর গর্ভে সৃষ্টির সুধা,
হায় হরি, হায় খুদা!!

তাইতো মানবিক চেতনায় ডুবে,
শির উঁচিয়ে, দাঁড়াও রুখে।

বৈচিত্র্যময় বঙ্গ

মাঠের মাঝে চাষের ক্ষেতে,
ধানের শিষ হাওয়ায় মেশে।

আউশ, আমন, বোরোর চাষে,
মাটির বুকে কনক জাগে।

শিশির ভেজা শারদ প্রাতে
মা আসছে বলে হাঁকে।

দিঘির জলে পদ্ম দেখে,
জুড়ায় চোখ, গোলাপীর দেশে।

পথের ধারে সবুজ সাথী,
নীচে পথিক, শাখায় পাখি।

BANGLADARSHAN.COM

নদী চলে আপন বেগে,
হারিয়ে ঘুম, সর্বদা জেগে।

জেলায় জেলায় মাটির ধরন,
রংবেরঙের কতো নতুন গড়ন।

বঙ্গ মাটি উলকি এঁকে,
দুলকি চালে চলছে বেঁকে।

শস্যশ্যামলা তুমি, রূপসী বঙ্গ!
বিশ্বমাঝে তুমি, অনবদ্য অঙ্গ।

মনের দহন

অনুতাপের আগুন আমার মনে
শিরায় শিরায় জ্বলছে কী দহনে!
বিবেক বোধের খাতায় আমি দগ্ধ
অঙ্গারের ওই অনল বুকে বিদ্ধ!
ছোট্টবেলার সেই যে শিশু ফুলটি
প্রেমের ঘায়ে ভেঙেই গেল ভুলটি–
ক্রুর সমাজের রক্ত চোখরাঙানি
উপেক্ষাবাণ হানতে তো পারিনি!
ছাড়তে তোমাকে বদ্ধপরিকর–
ডাকছে আমায় অজানা কোনো ঘর!
শুধু মনের কুঞ্জে দোলাচলে
অন্ধ হয়ে ডুবেছিলাম জলে–
ভাবি যদি যেতে পারি বহুদূরে
অনুতাপহীন জীবন নতুন সুরে!

BANGLADARSHAN.COM

রুগ্ন যাত্রাশিল্প

বাংলার সুন্দর গ্রামীণ যাত্রা,
বাড়িয়েছিল মানুষের আনন্দের মাত্রা।

বিনোদনের মাধ্যম ছিল মস্ত,
তাৎক্ষণিক নাটকে থাকতো শশব্যস্ত।

ঘণ্টার আওয়াজের আরম্ভ রঙ্গ,
বাদামভাজা, পাঁপড় দিতো সঙ্গ।

অন্ধকারে হরেক আলোর মেলা,
চটাসনে দেখা হোতো পালা।

কখনও পৌরাণিক, কখনও সামাজিক,
মিলেমিশে পালা হতো মানবিক।

BANGLADARSHAN.COM

বাস্তবে মানুষ পড়েছে হেলায়,
যাত্রাশিল্প আজ পড়ন্ত বেলায়।

॥সমাপ্ত॥